দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...2·4 FEB 1991 ...
পৃষ্ঠা... 8 ...কলাম... 7 ...

05

পাঠ্যবই সরবরাহে ঘাটতি

প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর সকল ছাত্র-ছাত্রীর পাঠ্যবই বিনামূল্যে সরবরাহ করার কথা। ইউনিসেফের সাহায্যতায় শিক্ষা দপ্তর এস ঃ বই সরবরাহ করে থাকে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত সকল পাঠ্যবই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড প্রতি বছর নিজেদের উদ্যোগে মুদ্রণ করে থাকে।

গত ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি জানা গেল, এসব পাঠ্যপুস্তকের শতকরা ৯৫ ভাগ ছাপানো হয়ে গেছে এবং দেশব্যাপী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে যথাসময়ে বই পৌছে দেবার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে কর্তৃপক্ষের ঘোষিত প্রস্তুতি সত্ত্বেও পাঠ্যবই সরবরাহে ঘাটতি।

পত্রান্তরে প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে জানা গেল যে, কালিয়াকৈর উপজেলার প্রায় ৮৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা ৭০ জন প্রয়োজনীয় পাঠ্যবই পায়নি। পাঠ্যবই না পেয়ে তারা পড়াশুনা শুরু করতে পারছে না। অনেকে বাংলা ও অংকসহ কোন বই-ই পায়নি বলে অভিযোগ করা হচ্ছে।

কালিয়াকৈরে পাঠ্যপুস্তকের ঘাটতি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা ব্যতিক্রম হলে কারো খুব একটা দুশ্চিন্তার কারণ হত না। কিন্তু পাঠ্যবই যথাসময়ে সরবরাহের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের খুব একটা সুনাম নেই। প্রতি বছরই এসময়ে এসে দেখা যায় যে, অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যবই যেয়ে পৌছে না। আবার কিছু কিছু পাঠ্যবই এমন অবস্থায় যেয়ে পৌছে যে, সেগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দিতে লজ্জা হয়। কখনও কখনও বইগুলো বিতরণ না হয়ে এক জায়গায় জমা হয়ে থাকে। এবার আবার খবর পাওয়া গেল যে, গুদাম থেকে পাঠ্যবই চুরি হয়ে গেছে।

শহর-বন্দরের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যবইয়ের ঘাটতি হলে তা সহজেই কর্তাব্যক্তিদের নজরে আসে। কিন্তু দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের খবর আসতে আসতেই শিক্ষাবর্ষের ২/৩ মাস গড়িয়ে যায়। সময়মত পাঠ্যবই না পাওয়া তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতি বছরের কেচ্ছা। তবে শেষ পর্যন্ত পাঠ্যবই হয়ত পৌছবে। অনেক কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রী টুটোফাটা বই দিয়ে কাজ চালিয়ে দেবে। আর অভিভাবকরা বলবে 'দানের ঘোড়া হাঁটতে পারলেইহলো'।

দেরীতে পাঠ্যবই সরবরাহ করা হলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা শুরু হবে কি করে। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে এসে যদি পাঠ্যবই পাওয়ার জন্য লেখালেখি করতে হয়, তবে শিক্ষা দপ্তরের কর্মদক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন না তুলে পারা যায় না। কোথায় কতটা বই পাঠাতে হবে তা কর্তৃপক্ষের অজানা থাকার কথা নয়। পূর্বপ্রস্তুতি বা টাকা-পয়সার অভাব আছে বলে তো মনে হয় না। আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায় ছাপানো সত্ত্বেও বিতরণ ও সুষ্ঠু সরবরাহের দায়িত্ব পালনে কেন ত্রুটি থেকে যাচ্ছে, তার একটা জবাবদিহি দরকার।

বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহের ব্যাপারে শিক্ষা দপ্তরের অভিজ্ঞতার তো ঘাটতি নেই। তবে প্রতি বছরের মত এবারও কেন পাঠ্যবই সরবরাহে ঘাটতির কথা আমাদের শুনতে হচ্ছে। আমরা আশা করব, কর্তৃপক্ষ সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত করে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার পথ সুগম করবেন। এ ব্যাপারে কোন অজুহাতই গ্রহণযোগ্য হবে না।